দৈনিক ইত্তেফাক
ঢাকা : মঙ্গলবার, ১৭ চৈত্র ১৪১৫
TUESDAY 31 MARCH 2009

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস

দুর্যোগ মোকাবিলায় আমরা কতটা প্রস্তুত?

ড.ইয়াসমীন আরা লেখা

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, পাহাড়ধস, অগ্নিকান্ড, ভবন ধসসহ বহুমুখী দুর্যোগের কবলে নিয়মিতই পড়তে হচ্ছে এদেশের মানুষকে। সর্বশেষ সিডর-এর মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হেনেছে বাংলাদেশে। একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যদিকে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ এ দু'য়ে মিলে বাংলাদেশের মানুষ সব সময়ই আতংকগ্রস্ত থাকে। অথচ দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য যতটা সচেতনতা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে তা যথেষ্ঠ নয়।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ মার্চ মাসের শেষ কর্মদিবসটিকে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' হিসেবে উদযাপন করা হয়। অন্যান্য বারের মতো, এবারও এ দিবসটি পালন করবে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা । এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো-"সচেতন নারী ও সঠিক তথ্য, দুর্যোগ প্রস্তুতি বাড়ায় সত্য"। সময়ের বিবেচনায় এই প্রতিপাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ যেকোন দুর্যোগে পুরুষের চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী। নানা অবহেলা আর প্রতিকূলতার মাঝেও সংসারের বহুমুখী চালিকাশক্তি হলো নারী। বিভিন্ন দুর্যোগকালে দেখা গেছে, সাইক্লোন শেল্টার বা অন্যান্য আশ্রয় কেন্দ্রে নারী বেশী ভোগান্তির শিকার হন। দেশের সাইক্লোন শেল্টারগুলো নারী বান্ধব নয় বলে নারীদের কিছু বাড়তি দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। দুর্যোগকালে শিশু খাদ্যের যে অভাব লক্ষ্য করা যায় তা নিরসনে নারীদের ভূমিকা অপরিসীম। এ অবস্থায় সচেতন নারী মাত্রই দুর্যোগ প্রস্তুতিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারেন। দুর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আগে থেকে আবহাওয়া বিভাগের সতর্ক বার্তার কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হয়েছে। এ অবস্থায় ২০০৯-এর প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী বলা যায়।

দুর্যোগ মোকাবেলা বা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমরা সকলে প্রস্তুত কি না তা ভেবে দেখার বিষয়।দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোসহ বহু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। তারপরও কাংখিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়েছে এমনটি বলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা, সমন্বয়, ধারাবাহিক কর্মসূচি, আইনের প্রয়োগ ও প্রচারণায় এখনো দুর্বলতা রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ড পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর আদেশাবলীতে দুর্যোগকালে সকল মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ, সামরিক বেসামরিক সকল বাহিনী, শীর্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের প্রশাসনের কর্মকান্ড সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে। এই আদেশাবলীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ৩ টি কমিটির কথা বলা হয়েছে। সেগুলো হলো-জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্ত: মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি। এর মধ্যে এখনো উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়নি। এই ৩টি কমিটির বছরে দুইবার করে সভা করার কথা থাকলেও এ সভার ফলাফল এখন পর্যন্ত কি পরিমাণ নীতি নির্ধারণ বা সমন্বয় সাধিত হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। যদি প্রয়োজনীয় এবং সময়োপযোগী নীতি নির্ধারণ এবং সমন্বয়ের কাজটি হয়ে থাকে তাহলে দেশে পর্যাপ্ত সাইক্লোন শেল্টারের অভাব হওয়ার কথা নয়। প্রকারান্তরে ঝুঁকিপূর্ণ সাইক্লোন শেল্টারগুলোকে ঝুঁকিমুক্ত করে নারী বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির কথা থাকলেও বাস্তবতা ভিন্ন। দুর্যোগ মোকাবিলায় যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নিয়মিত দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, ত্রাণ কাজ পরিচালনার মহড়া, পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ ও উদ্ধার মহড়ার মাধ্যমে জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। টেলিভিশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর সংক্ষিপ্ত চলচ্চিত্র ও ভিডিও প্রদর্শন করতে পারে। গণসংযোগ অধিদপ্তর দুর্যোগ বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ভিডিও ফিল্ম ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার চালাতে পারে। এতে করে জনসচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং দুর্যোগ সময়ে ক্ষয়ক্ষতিকে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

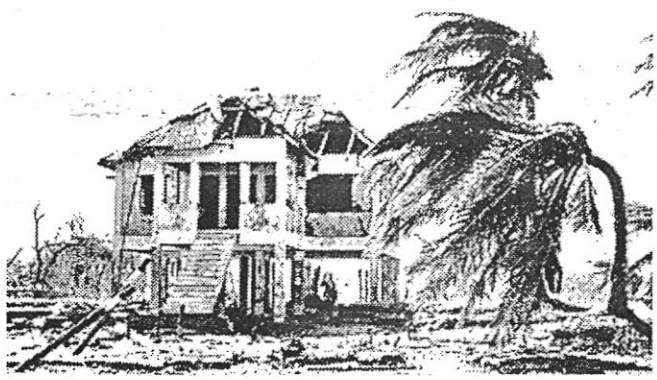

সচেতন জনগণ মাত্রই আজ একথা জানেন যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের যে ভয়াবহতা ও মাত্রা বাড়ছে তার পেছনে মানবসৃষ্ট নানা অপকর্ম দায়ী। দিন যত যাচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়নসহ পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। আর বিশ্বব্যাপী গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ, পানি দূষণ, নদী ভরাট, গাছ কাটা, বন উজাড়, পাহাড় কাটা, রাসায়নিক বর্জ্য পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ কম হওয়া এবং জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে না পারার কারণে পরিবেশের হুমকি বাড়ছে। ফলে বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হরহামেশাই অতিষ্ঠ করে তুলছে জনজীবন। এর পাশাপাশি দুর্যোগ ঝুঁকি বা ভূমিকম্পের বিষয়টি মাথায় না রেখে বাড়ি নির্মাণের ফলে রাজধানীসহ আশেপাশের এলাকা ও বিভিন্ন মহানগরীতে ভবন ধসের ঘটনা ঘটেছে। অথচ বন উজাড়, পাহাড় কাটা, নদী ভরাট, পানি দূষণ, রাসায়নিক বর্জ্য অপরিকল্পিতভাবে নি:সরণ বন্ধে দেশে প্রয়োজনীয় আইন আছে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এদেশে আইনের সঠিক প্রয়োগ নেই। ইদানিং বহুতল ভবনে অগ্নিকান্ডের মতো দুর্যোগও আমাদেরকে নাকাল করে তুলছে। অথচ অধিকাংশ ভবনে নেই যথাযথ অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা। শুধু ভবনেই নয়, অগ্নিকান্ড নির্বাপণ কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকার সার্ভিস বিভাগেও নেই প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি। বিল্ডিং কোড মেনে যথাযথ অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ভবনগুলোতে রাখা হলে ফায়ার সার্ভিস বিভাগের সীমাবদ্ধতার মাঝেও হয়তো পরিস্থিতি মোকাবিলা সম্ভব হতো। নদী দখল ও ভরাট, বন উজাড়কারী, পানি দূষণকারী, পাহাড় ধ্বংসকারীসহ পরিবেশ বিনষ্টকারী ও দুর্যোগের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর হতে হবে। প্রয়োজনে তাদের পরিচয় জনসমক্ষে তুলে ধরা হলে এ ধরনের অপরাধ কমে আসবে।

প্রকৃতি ও মানুষ একে অপরকে সহায়তার মাধ্যমে সুন্দর ও বাসযোগ্য একটি পৃথিবী গড়ে তুলতে পারে। অথচ আজ প্রকৃতি ও মানুষ প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির প্রতি যথেচ্ছ আচরণ ও নিয়মানুবর্তিতার অভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে চলছে। এ অবস্থার অবসান হওয়া উচিত। প্রকৃতি ও মানুষ একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠার মাধ্যমে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়কেই যুগপৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আজ থেকেই আমরা শুরু করতে পারি সুন্দর বাংলাদেশ তথা পৃথিবী তৈরীর প্রক্রিয়া।

[লেখক: ডীন, শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা অনুষদ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]